বন্যা ও বন্যা পরবর্তীতে চাষি ভাইদের করণীয়

- বন্যামুক্ত উঁচু জায়গায় বীজতলা তৈরি করুন। উঁচু জায়গার অভাবে কলাগাছের ভেলা বা চাটাইয়ের উপর কাদা মাটির প্রলেপ দিয়ে 'ভাসমান বীজতলা' তৈরি করে দড়ির সাহায্যে খুঁটি বা গাছের সাথে বেঁধে রাখুন। 'দাপগ' বীজতলায় উৎপাদিত চারা দু'সপ্তাহের মধ্যে অথবা পানি নামার সাথে সাথে জমিতে রোপণ করুন।
- নাবি জাতের ধান বিআর২২/বিআর২৩/ব্রি ধান৪৬/বিনাশাইল/নাইজারশাইল/স্থানীয় আমন ধানের বীজ ভাদ্র মাসের মাঝামাঝি পর্যন্ত বীজতলায় বপন করে চারা তৈরি করুন।
- বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত চারার পাতায় পলিমাটি লেগে থাকলে পানি ছিটিয়ে ধুয়ে দিন, বন্যার পর বেঁচে যাওয়া চারার দ্রুত বৃদ্ধির জন্য হালকা ইউরিয়া ও পটাশ সার উপরি প্রয়োগ করুন।
- জমির ভাল জায়গায় সুস্থ গুছি থেকে কিছু চারা তুলে নিয়ে ফাঁকা জায়গা পূরণ করুন। পানি সরে যাওয়ার পর বেশি ক্ষতিগ্রস্ত জমি উপযোগী করে নাবি আমনের চারা রোপণ করুন অথবা আগাম রবি ফসলের জন্য প্রস্তুতি নিন।
- উফশী চারা না পাওয়া গেলে স্থানীয় জাতের ধান যেমন হাসিকলমী, সাইটা, গড়িয়া, গাইঞ্জা এসব জাতের গজানো বীজ আশ্বিনের মাঝামাঝি পর্যন্ত ছিটিয়ে বপন করুন।
- নাবি জাত রোপণের বেলায় ৪০-৬০ দিনের বয়স্ক চারা প্রতি গুছিতে ৪/৫ টি করে আশ্বিনের মাঝামাঝি পর্যন্ত ঘন করে রোপণ করুন।
- বন্যা পরবর্তী ধানের জমিতে পাতামোড়ানো পোকা ও গলমাছি বা নলিমাছির আক্রমন হতে পারে। নিয়মিত মাঠ পর্যবেক্ষণ করে ব্যাপক আক্রমন হওয়ার পূর্বেই দমনের ব্যবস্থা নিন।
- বন্যা পরবর্তী ধানে ব্লাস্ট ও বাদামি দাগ রোগ হতে পারে। সুষম মাত্রায় সার ব্যবহারসহ ব্লাস্ট রোগে নেটিভোট্রেপার থোর এবং ফুল আসার পর বিকাল বেলা অনুমোদিত মাত্রায় প্রয়োগ করতে হবে। বাদামি দাগ রোগের জন্য বিঘা প্রতি অতিরিক্ত ৫-৭ কেজি ইউরিয়া প্রয়োগ করুন।

অপর পাতায় দেখুন

- পাট গাছের ডগা ৩ ফুট পরিমান কেটে মাটিতে পুঁতে দিন। পরে ডগা থেকে নতুন ডালপালা বের হলে তা বীজ উৎপাদনের জন্য

- বন্যার পানি নেমে গেলে বিনা চাষে গিমাকলমি, লালশাক, ডাঁটা, পালং, পুঁই, ধনে, আলু, ভুট্টা, সরিষা, মাসকালাই, খেসারী , মটর, রসুন, তুলা প্রভৃতির আবাদ করুন।

- বাড়ির আঙিনায়, টব, মাটির চাড়ি, কাঠের বাক্স, কাটা ড্রাম, পুরনো টিন, পলি ব্যাগ, প্লাস্টিক কন্টেইনার, কলার ভেলায় ফুলকপি, বাঁধাকপি, টম্যাটো, বেগুন, লাউ, মরিচের চারা উৎপাদন করুন এবং সময় বুঝে মূল জমিতে রোপণ করুন। বাঁধের ধারে বা কচুরিপানার স্তূপর উপর পরিমান মতো মাটি দিয়ে লাউ ও শিমের বীজ পুতে দিন।

- আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত শাকসবজি ও অন্যান্য ফসলী জমির রস কমানোর জন্য মাটি আলগা করে ছাই মিশিয়ে দিন এবং সামান্য ইউরিয়া ও পটাশ সার প্রয়োগ করুন।

- বন্যা পরবর্তী মৌসুমে বীজের সংকট মোকাবেলার জন্য সংরক্ষিত বীজ রোদে ভালোভাবে শুকিয়ে ছায়ায় ঠান্ডা করে পুনরায় সংরক্ষণ করুন।

- রোপিত বনজ, ভেষজ ও ফলের চারার গোড়ায় জমে থাকা পানি নিকাশের জন্য নালা করার ব্যবস্থা নিন। প্রয়োজনে গোড়ায় মাটি দিয়ে চারা সোজা করে খুঁটির সাথে বেঁধে দিন। গোড়ার মাটি শুকালে পরিমানমত সার দিন।

- চরাঞ্চলসহ অন্যান্য উপযুক্ত এলাকায় মিষ্টিআলু, তরমুজ, বাঙ্গি, চিনাবাদাম, মরিচসহ বিভিন্ন ফসল চাষ করুন।

বিস্তারিত পরামর্শের জন্য উপজেলা কৃষি অফিস অথবা
উপসহকারী কৃষি অফিসারের সাথে যোগাযোগ করুন। তাছাড়া
কৃষি কল সেন্টারে **১৬১২৩** নাম্বারে কল করে কৃষি বিষয়ক যেকোন পরামর্শ নিন।

কৃষি তথ্য সার্ভিস
www.ais.gov.bd
কৃষি মন্ত্রণালয়
www.moa.gov.bd